'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭, বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৩ সংখ্যা

জুন, ২০১৯

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭,
বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৩ সংখ্যা
১ জুন,২০১৯

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

২৬.'কাহ্ন'উপন্যাসে অন্ত্যজসমাজের প্রতিফলন ও উত্তরণ::পৌলমী হাজরা.....১৮৭
২৭.জন ফ্র্যাঙ্ক স্নেইথ:বালিয়াড়ীর(দীঘা)নবরূপকার::দিবাকর মন্ডল.....১৯১
২৮.তাম্রলিপ্ত বন্দরের উত্থান-পতনের ইতিহাস::প্রসেনজিৎ নায়েক.....১৯৭
২৯.দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গাজন ও লোকসংস্কৃতি ::শিল্পী পাঁজা.....২০৮
৩০.বাস্তুহারা : নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে::প্রণব বর্মণ.....২২৯
৩১.সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব : পটাশপুর থানার তুলসীচারার
মেলার একটি সমীক্ষা::অজয় কুমার মন্ডল.....২৩৬
৩২.সাঁওতালহুল:একটি স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস::সুমিত্র চক্রবর্তী.....২৪১
৩৩.সর্বহারার বনফুল:: দেবশ্রী পণ্ডা.....২৫৩
৩৪.প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও দৈনন্দিন জীবন::ড. বিভূতি ভূষণ নায়ক.....২৫৬
৩৫.বিদ্যাসাগর ও বর্তমান সময়::ড.দীপক সোম.....২৫৮
৩৬.বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা':প্রসঙ্গ তত্ত্বভাবনা::ড.সাধনচন্দ্রপণ্ডিত.....২৬২
৩৭.বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তি যুদ্ধোত্তর উপন্যাসে
তার প্রতিফলন (১৯৭১-১৯৯০):: ড.সুব্রত পুরকাইত.....২৬৭
৩৮.ঘাটাল মহকুমায় প্লাবন:একটিসংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা::ড.পার্থপ্রতিম রায়.....২৭৭
৩৯.ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় প্রাচীনভারতের ইতিহাস::ড.অবিনাশ সেনগুপ্ত.....২৮৪
৪০.অগ্নিকন্যা সত্যবতী:: ড.শ্যামলী রক্ষিত.....২৯২
৪১.বাংলার পটচিত্র কথা:: ড. তাপস রায়.....২৯৮
৪২.রবীন্দ্রনাথের প্রথমবিদেশযাত্রা (১৮৭৮)ও রবীন্দ্রমানস :: ড.অনুপ মাহাত.....৩০৩
৪৩.বিবেকানন্দ ও ইসলাম ধর্ম:অনুভবে,অনুধ্যানে :: ড.মহ:কুতুবুদ্দিন মোল্লা.....৩১৪
৪৪.বাঁকুড়ার দর্শনীয় স্থান:: ড. সুমন্ত মন্ডল.....৩২৩
৪৫.ব্যাকরণশাস্ত্রের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি:: ড.বিশ্বেশ্বর পানিগ্রাহী.....৩৪২
৪৬.'ছড়া'র নির্মাণ:অন্তরের মুক্তি ও আনন্দের সন্ধান::ড.ইন্দ্রমাধব দাস.....৩৪৭
৪৭.ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গিরিশচন্দ্রের নাট্যালোকে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ::ড. জয়গোপাল মণ্ডল.....৩৫৩
৪৮.বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অনন্যপুরুষ:বিদ্যাসাগর::ড.নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য.....৩৬০
৪৯.প্রাবন্ধিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়:: ড.হারাধন দাস.....৩৭১
৫০.দিলীপকুমার রায়:এক অনন্য কথাকার::ড.সোমা ভদ্র রায়.....৩৮৩
৫১.সম্পর্কের ভিন্ন ধারায় পরীক্ষিত প্রেম: আত্মহারা
প্রেমিকের সৃষ্টিতে :: ড.নির্মাল্য মণ্ডল.....৩৮৮
৫২.সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটিগল্প:একটি বিশ্লেষণ:ড.সরোজকুমার পান.....৩৯৫
৫৩.বাংলা গীতিকায় নারীর রূপ চিত্রণ : ড.মনোজ মণ্ডল.....৪০৮
০০লেখক পরিচিতি.....৪১৬

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় পন্ডিতবর্গের চিন্তা ভাবনার মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এবং এই সমস্ত চিন্তা ও মতাদর্শের পরিবর্তনের পশ্চাদে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত পটভূমিকা যার মধ্যে থেকে স্কলাররা উঠে এসেছেন। ইতিহাস চর্চ্চার ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বহু ধরণের স্কুল বা গোষ্ঠী যারা ক্রমাগত নিজস্ব ধ্যানধারণার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও সামাজিক চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।(১) এ. কে ওয়ার্ডার যুক্তি দিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি ইতিহাস দর্শন বা ইতিহাস বিদ্যা চর্চ্চা প্রণালী খন্ডিত, এবং একটা সম্ভাবনার কথাও তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেকটি খন্ডিত চিন্তা প্রণালীগুলি গবেষকদের নিজস্ব সমাজের ও রাজনৈতিক ঘরাণার আদর্শ দ্বারা আচ্ছাদিত। তিনি আরো বলেন যে, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রাচীন গ্রীস, রোম বা চীনের মত দেশের ইতিহাসের সঙ্গে একভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। তবে ওয়ার্ডার মনে করেন, ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অন্য যেকোনো প্রাচীন দেশের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক ও বৈচিত্রপূর্ণ।(২)

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরী করা হয় ব্রিটিশ কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক বিভিন্ন প্রথা, আচার আচরণ এবং সামাজিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য,যাতে তারা ভারতীয় জনসমাজকে আরো গভীর ভাবে বুঝতে পারে। এই সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার বাংলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেখানে প্রাচীন ভারতের সময় সারণী সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকটাই দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হত। ফলে একটি শক্তিশালী কাল্পনিক কাঠামোয় ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করে রাখা হত। ফলে এটা বোঝা খুবই সহজ যে এই ইতিহাসের মধ্যে হিন্দুদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছিল, ফলে এই ইতিহাসকে অনেকটাই কল্পনা মিশ্রিত কাব্য সাহিত্যের মর্যাদা দান করা হত। (৩)

১৮০৪ সালের পর ব্রিটিশদের ভারত সম্পর্কে চিন্তাভাবনাটা অনেক স্পষ্ট হয়ে যায়, এবং তারা যে ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন শাসনাধীনে রাখতে চায় এটাও অনেক স্পষ্ট হয়ে যায়। অনেক পন্ডিত মনে করেন যে, ভারতে আগত ইংরেজ নাগরিকদের নিয়ে ইংরেজ শাসকরা শঙ্কিত ছিলেন কারণ তারা মনে করতেন এই ইংরেজ নাগরিকরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হবেন। তাই ইংরেজদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল একটি ভ্রান্তিতে ভরা উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস উপহার দেওয়া যার দ্বারা ইংরেজ নাগরিকদের সহজে বোঝানো যায় যে ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় পশ্চিমী বা ইংরেজ সভ্যতা অনেক উচ্চতর।

সাধারণত দেখা যায় যে, ইতিহাস রচনার প্রথম ঝোঁক তৈরী হয়েছিল ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ করার পর। রবার্ট ওরমে ১৮ শতকে ২ টি বই রচনা করেছিলেন, যেগুলি হল *"A History of the*

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৯

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা
ডিসেম্বর,২০১৯

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সূ চী প ত্র

১.বিদ্যাসাগর জন্ম দ্বিশতবর্ষ : বাংলা ভাষা ও বাঙালি
::বিপুলকুমার মণ্ডল.....৯
২.ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক সোহারাব হোসেন
::দীপঙ্কর আরশ.....১৫
৩.জলপুত্র : সমুদ্রপাড়ের জেলে সমাজের চালচিত্র
::রেহানা খাতুন.....২৪
৪.দলিত শ্রেণীর সামাজিক গতিশীলতা
::নিশিকান্ত মণ্ডল.....৩৫
৫.হাজার বছরের বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ বুদ্ধচর্চা
::অমর চন্দ্র রায়.....৪৩
৬.বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—বাংলার ছাত্র সমাজ
:: মানস কুমার রাণা.....৪৮
৭.মহাত্মা গান্ধীর ভাবনায় গ্রামীণ সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও উন্নয়ন
::অমলেশ পাইকারা.....৫৩
৮.বহুরূপী নাট্যপত্রিকায় রবীন্দ্রনাট্যবিষয়ক প্রবন্ধের গতিপ্রকৃতি
::কৌশিক ঘোষ.....৬৬
৯.রবীন্দ্রছোটগল্পে মানুষেরশ্রেণীগত সামাজিকচরিত্রএবংমূল্যবোধের প্রসঙ্গ
::সুদীপ্ত চৌধুরী.....৮৫
১০.নদী ভিত্তিক পর্যটনে পূর্ব মেদিনীপুর
:: দেবাশীষ বেরা.....৯৬
১১.ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগৎ এর সম্বন্ধ বিষয়ে নিম্বার্কাচার্য্যের মতবাদ
::শম্পা দাস.....১০১
১২.শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং কর্মযোগ
::সৌমিক গিরি.....১০৪
১৩.আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
::শ্যামাপদ শীট.....১০৯
১৪.সর্বোদয় থেকে চিপকো : ডি জি এস এস-র যাত্রাপথ
::মিলন আচার্য্য.....১১৫
১৫.'প্রজাপতি' উপন্যাসে সুখেনের চোখে সেদিনের সমাজ ও সময়
::তমালকুমার ব্যানার্জী.....১২৪
১৬.ঐতিহাসিক টমাস ব্যবিংটন মেকলেও তার ইতিহাস চিন্তা
::অবিনাশ সেনগুপ্ত.....১২৮

ঐতিহাসিক টমাস ব্যবিংটন মেকলেও তার ইতিহাস চিন্তা

অবিনাশ সেনগুপ্ত

গ্রীক শব্দ 'হিস্টোরিয়া' থেকে 'হিস্ট্রি বা ইতিহাস' কথাটির সৃষ্টি। যার অর্থ হল অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ। অধ্যাপক মেটল্যাণ্ডের মতে, মানুষ যা ভাবে এবং করে তা হল ইতিহাস,এবং ইতিহাস যে শুধু মানুষের কর্মের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে তা নয় সে তার চিন্তা ভাবনারও ইতিহাস নিয়ে চর্চা করে। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা কিভাবে তার কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে সেটাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য হয়। বিশেষত কোন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস রচনা করেন তখন সেই ইতিহাসের উপর ঐতিহাসিকের নিজের বিশ্বাস ও মতাদর্শ প্রভাব ফেলে।[১] কারণ এটা স্বীকার্য যে, পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সর্বদা ঐতিহাসিকের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক কিছুটা হলেও আপন শিক্ষা,সংস্কার ও শ্রেণী স্বার্থের মুখপাত্র।[২] ঐতিহাসিক ই.এইচ.কার এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইতিহাস জানতে হলে ঐতিহাসিককে তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে কারণ দেশ, যুগ, সমাজ ও তার শ্রেণীগত অবস্থানে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যায়। অর্থাৎ বলা যায় অতীতকাল সম্পর্কে ইতিহাস লেখকের মনে যে ছবি বা ভাবমূর্তি তৈরী হয় তারই পদ্ধতিগত প্রকাশ ঘটে ইতিহাসে। তবে ঐতিহাসিক সেই ছবিকেই কিছুটা নিজের কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে তার রূপদান করেন, তবে সেই কল্পনারও নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা থাকে।[৩]

আমি এই প্রবন্ধে পশ্চিমী ঐতিহাসিক টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ইতিহাস চিন্তা ও আদর্শের ধারা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো, যিনি তাঁর সমকালে তো বটেই এখনো ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনায় প্রেরণার সঞ্চার করে চলেছেন।

টমাস ব্যবিংটন মেকলে (২৫অক্টোবর,১৮০০-২৮ডিসেম্বর ১৮৫৯) ছিলেন একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক এবং হুইগ রাজনীতিক। ঐতিহাসিক ও সমালোচক হিসেবে বহু রচনা সৃষ্টি করে গেছেন। বিশেষত ব্রিটিশ ইতিহাসের উপর লেখা তাঁর বইগুলিকে বিশেষ সাহিত্যগুণ সম্পন্ন বলে মনে করা হয়।[৪] এটা বলা হয়ে থাকে যে, স্বাধীন চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়ে যে সকল পণ্ডিত ইতিহাস চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে মেকলে অন্যতম উজ্জ্বল ও অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। অলংকার শ্রান্ত বা বাকপটুতায় একমাত্র

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সূ চী প ত্র

১. মনোজ বসু ও মানুষ গড়ার কারিগর
:: কৌশিক কুমার মাজী.....৯
২. ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্রম প্রসারণ
:: শক্তিপদ শীট.....১৬
৩.ভারতে ই-গভর্নেন্স : একটি পর্যালোচনা
:: স্বরূপ রাণা.....২৪
৪.মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ
::স্বপ্নদীপা গান্ধী.....৩২
৫.রবীন্দ্র ভাবনায় আলপনা
:: কৌশিক দাশগুপ্ত.....৩৭
৬.বাংলা ভাষা আন্দোলনে সৈয়দ মুজতবা আলী
:: সিমুম খান.....৪৩
৭.রাখাল সিংহের উপন্যাস ও উদ্দেশ্যমূলকতা
:: অনিমেষ পাল.....৫১
৮.গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'আকাশ সীমা নাই' : নারীর দৃষ্টিকোণে নগর
:: প্রিয়মিতা ঘোষ.....৫৫
৯.বাদল সরকারের'এবংইন্দ্রজিৎ'নাটকেরইন্দ্রজিৎ:তীর্থপথেরচিরপথিক
:: অমর চন্দ্র রায়.....৬০
১০.সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রান্তিক শ্রেণীর চরিত্র : একটি অধ্যয়ন
:: বর্ণালী ব্যানার্জী.....৬৬
১১.কথাসাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য
:: প্রসেনজিৎ মণ্ডল.....৭২
১২.পরিবেশ চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
গান : একটি তুলনামূলক নিরীক্ষা
:: সম্হিতা ভট্টাচার্য.....৭৬
১৩.মেদিনীপুরের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণে (১৮৩৫-১৮৫৭)—
অগ্রগতি পর্যালোচনা
:: শক্তিপ্রসাদ দে.....৮৬

৪৪.ভারতীয় সুন্দরবনের লোকশিল্প কেন্দ্রিক জীবন-সংস্কৃতি
:: ড.প্রদীপ কুমার মণ্ডল.....৩৩০
৪৫.বিনয় মজুমদারের কবিতার প্রকরণ ও আঙ্গিক : চিত্রকল্প, শব্দপ্রয়োগ,বাক্যগঠনরীতির অভিনবত্ব
:: ড.আশিস অধিকারী.....৩৪০
৪৬.রবীন্দ্র শিক্ষা-ভাবনায় নারী
::ড.শেখর রায়.....৩৫০
৪৭.নিম্নবর্গীয় চরিত্ররা : প্রেক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
ড. সেলিম বক্স মণ্ডল.....৩৫৮
৪৮..বোলান গান— গ্রামবাংলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি : কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা
::ড. সমর্পিতা চ্যাটার্জী (মুখার্জী).....৩৮০
৪৯..পূর্বাঞ্চলীয় ত্রয়ী ভাষাবিদ : জাতিসত্তার আলোকে
:: ড. নির্মল বেরা.....৩৮৬
৫০.ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক আন্দোলন
:: ড.অবিনাশ সেনগুপ্ত.....৩৯৮
৫১.দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের আলোকে : প্রসঙ্গ 'গৃহদাহ'
:: ড.বিদ্যুত কুমার দাস.....৪০৪
৫২.বিদ্যাসাগর : এক মহান মানবিকতার প্রতীক
:: ড. জয়ন্তকুমার ডাব.....৪১৯
৫৩.জীবনানন্দের উপন্যাসে পুরুষ
:: ড.প্রলয় কুমার ঘোড়ই.....৪২৮
৫৪.গীতানুসারে মন নিয়ন্ত্রণের রহস্য
:: ড.মিঠু রানী মইশ.....৪৩৪
৫৫.গুণত্রয়ের স্বরূপ ও বিমর্শ
:: ড. জগমোহন আচার্য.....৪৪১
৫৬. মানব ধর্ম : দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী দৃষ্টিভাবনা
:: ড. নিতাই চন্দ্র দাস.....৪৪৭
০০লেখক পরিচিতি.....৪৫৮
০০০ইউ.জি.সি.-সি.এ.আর.ই.-লিষ্ট.....৪৬২

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক আন্দোলন

ড.অবিনাশ সেনগুপ্ত

ঐতিহ্যশালী দেশ ভারতবর্ষে বিদ্রোহের ইতিহাস খুবই আলোচিত বিষয়। বিশেষত কৃষক বিদ্রোহ। কৃষক বিদ্রোহের ব্যাপারটি শুধু যে ব্রিটিশ আমলেই দানা বেঁধেছিল এমন নয় বরং প্রাক ব্রিটিশ যুগ বা মুঘল আমলেও ভারতবর্ষে বহু কৃষক অসন্তোষের কথা জানা যায়। তবে মুঘলযুগে কৃষকদের জন্য ন্যুনতম জীবনধারণের ব্যবস্তা করে তারপর রাজস্ব ধার্য করা হত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে যেহেতু মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাই কৃষকদের জীবন ধারণের উপরেও কোপ পড়ে যা তাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। জমিকে বানিজ্যিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে ভারতবর্ষকে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ করে তোলার প্রচেষ্টা ভারতীয় কৃষকদের অসীম দুর্দশার কারণ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশদের এই নবপ্রচেষ্টা কৃষক উপজাতিদের আদিম সম্প্রদায়গত চেতনাকে আঘাত করেছিল বলেই তারা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিল। তাই চরিত্রগত বিচারে কিছু পরিবর্তন ঐতিহাসিকদের চোখে ধরা দিয়েছে। এছাড়া সংখ্যার বিচারেও ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব অনেকটাই ব্যাপক ও সুদূর প্রসারিত। আবার স্বাধীনতার পরবর্তীকালের কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে অনেক মাত্রাগত পরিবর্তন ধরা দেয়। যদিও সমাজ বিজ্ঞানী মূর মনে করেছিলেন যে ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন রকম বৈপ্লবিক উপাদান ছিল না এবং চিরকালই তারা ছিল অত্যন্ত বাধ্য, অদক্ষ ও অপ্রতিরোধী প্রকৃতির মানুষ। তবে মূরের এই অভিমত বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই অস্বীকার করেছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে বিভিন্ন অফিসার, জমিদার, জায়গিরদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, সেগুলি থেকে ভারতের কৃষক শ্রেণী শুধু যে বঞ্চিত ছিল তা নয় তারা ছিল দীর্ঘ শোষণের শিকার, যা তাদের উত্তেজিত করে তুলতো ও বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিত। এ ছাড়া দেখা গেছে ঔপনিবেশিক ভারতে দীর্ঘকাল ভোগ করে আসা প্রজাস্বত্বভোগী কৃষকদেরকে তাদের কৃষিক্ষেত্র থেকে জোর করে উৎখাত করা হয়েছিল। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ভূমিরাজস্বের হার ছিল অত্যন্ত বেশি। প্রতিবার রাজস্ব নির্ধারণের সময়ে এই হার বৃদ্ধি পেতে থাকলে কৃষকদের পক্ষে তা ভীষণই চাপের বিষয় হয়ে ওঠে। এই ভূমি রাজস্বের ব্যবস্থাপনা টাকা সংগ্রহের একটা ফন্দিতে পর্যবসিত হয় যা কৃষকদের একপ্রকার সর্বসান্ত করে দেয়।[১] এস.বি. চৌধুরী তাঁর 'Civil Rebellion in the Indian Mutinies.1853-1959'বইতে লিখেছেন যে, জমি বিক্রি সাধারণ মানুষকে তাদের ক্ষুদ্র মালিকানা থেকে উৎখাত করেছিল এবং এই ঘটনা দেশের কৃষক শ্রেণীকে প্রায় ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া আবহকাল থেকে ভোগ করে আসা অরণ্য ও জমির উপর